নিরাপদ
কর্মপরিবেশ, টেকসই
উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৭ম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, নভেম্বর/২০২১ খ্রিঃ।

সভাপতি : মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ : ২৬-১২-২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান : অনলাইন প্লাটফরম
উপস্থিতি : **পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	গত সভার কার্য বিবরণী দৃঢ়ীকরণ	২৮-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	২৮-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কারো কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২।	আলোচ্য বিষয় অনর্ভূক্তি	আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার নিমিত্ত উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) এবং উপমহাপরিদর্শক (ফরিদপুর) কর্তৃক দুইটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, যা কার্যবিবরণীর বিবিধ অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচীতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	পরবর্তি সভার কার্যপত্রের আলোচ্য সূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে সে বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩।	মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার বিষয়ে	(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন	১। (প্রশাসন ও উন্নয়ন) (প্রধান সমন্বয়কারী) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)

চলমান পাতা-০২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		(খ) উপমহাপরিদর্শক (খুলনা) বলেন যে, খুলনা জেলায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের সাথে আলোচনা হয়েছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং কর্মসূচি আয়োজনের জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। উপমহাপরিদর্শক (চট্টগ্রাম) জানান যে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প ২৬ নভেম্বর আয়োজন করা হয়েছে এবং ৫০৬ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শক (সিরাজগঞ্জ) জানান যে, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৮৬ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। (গ) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমিকদের কোভিড-১৯ টিকা রেজিস্ট্রেশনে সহায়তার জন্য ২৩ টি জেলা কার্যালয়ে স্থাপিত হেল্পডেস্কের কার্যক্রম এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচী চলমান রয়েছে (জেলাভিত্তিক অগ্রগতি সংযুক্ত)। (ঘ) চট্টগ্রাম এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য সকল কর্মসূচির অব্যাহত থাকবে।	কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) খুলনা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনপূর্বক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা অবহিত করতে হবে। (গ) শ্রমিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও টিকা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন অবশ্যই প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। অগ্রগতি আবশ্যিকভাবে (সংখ্যায়) প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	৩। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৫। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকবৃন্দ
৪।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	উপমহাপরিদর্শক (সিরাজগঞ্জ) জানান যে, LIMA-র মাধ্যমে কোন কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হলে চালানের অর্থের পরিমান অপরিবর্তিত থাকে বিধায় LIMA-র মাধ্যমে ক্যাটাগরি পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। উপমহাপরিদর্শক (যশোর) জানান যে, ইতোপূর্বে ম্যানুয়ালি ইস্যুকৃত লাইসেন্সের নবায়ন LIMA-র মাধ্যমে করা যায় না বিধায় LIMA-র মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম বেগবান করা যাচ্ছে না। LIMA সাপোর্ট টিমের সদস্য শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জনাব প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া জানান যে, ক্যাটাগরি পরিবর্তন এবং পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সমধানের জন্য ইতোমধ্যে Techno Vista-র সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। জানুয়ারি/২০২২ এর মধ্যে LIMA সংক্রান্ত কারিগরি জটিলতাসমূহ নিরসন করা সম্ভব হবে। RTM-এর অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা করা	(ক) LIMA সংক্রান্ত কারিগরি জটিলতাসমূহ নিরসনের কার্যক্রম আবশ্যিকভাবে জানুয়ারি/২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। LIMA সাপোর্ট টিম বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (খ) জানুয়ারি/২০২২ এর LIMA এর মাধ্যমে শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান করতে হবে। (গ) পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ LIMA এর মাধ্যমে করতে হবে। (ঘ) LIMA-র মাধ্যমে পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদানের	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। LIMA সাপোর্ট টিম ০৫। জনাব রাশেদুল আলম, শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি)

চলমান পাতা- ০৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		হয়। শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি) জনাব রাশেদুল আলম, RTM-এর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন। RCC, ডাইফ ও BV সম্মিলিতভাবে NI এর অন্তর্ভুক্ত ১৫৪৯ টি কারখানার মধ্যে ১০২০ টি কারখানার প্রোফাইল তৈরী করেছে। RTM এ বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে ইতোমধ্যে Techno Vista কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে LIMA অ্যাপ্লিকেশনটির আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম শেষ হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই জানুয়ারি/২০২২ এর মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক শতভাগ লাইসেন্স LIMA-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। LIMA অ্যাপ্লিকেশন আপগ্রেডেশনের পর চূড়ান্তকরণের পূর্বে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। ওয়ার্কশপ আয়োজনের ক্ষেত্রে জিআইজেড-এর অর্থায়নে অথবা অধিদপ্তরের নিজস্ব বাজেট হতে আয়োজন করা যেতে পারে।	কার্যক্রম পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ)সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তথ্য LIMA-য় অন্তর্ভূক্ত-করণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। LIMA সাপোর্ট টিম বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (চ) LIMA অ্যাপ্লিকেশন আপগ্রেডেশনের পর চূড়ান্তকরণের পূর্বে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। (ছ) RTM-এর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি মনিটর করতে হবে। (জ) পরবর্তী সভায় LIMA সাপোর্ট টিমকে উপস্থিত থাকতে হবে।	
৫।	হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি	(ক) সভায় উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন নাম্বারটি অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি হেলপলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্য (২০২১-২২ অর্থবছরের) সভায় উপস্থাপন করেন (সংযুক্তি-০২) । (খ) যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন ও অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের হালনাগাদকৃত অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্তিসহ প্রত্যেক মাসের শেষে রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করবেন। (গ) উপমহাপরিদর্শক (ফরিদপুর) জানান যে, হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রয়োজনীয় সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে না বিধায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পরে। এমতাবস্থায়, হেল্পলাইনে অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অভিযোগ গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আরও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন।	(ক) শ্রমিকদের নিকট প্রচারণার মাধ্যমে হেল্পলাইনের ব্র্যান্ডিং অব্যাহত থাকবে। (খ) আইন অনুযায়ী সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করে প্রতি মাসের শেষে রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (গ) হেল্পলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এবিষয়ে উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৫। আইসিটি সেল

চলমান পাতা- ০৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৬।	শিশুশ্রম নিরসন	(ক) যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জানান, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (জুলাই/২০২১ হতে নভেম্বর/২০২১) পর্যন্ত ১৩৬৫ জন শিশুকে শ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে (জেলাভিত্তিক প্রতিবেদনঃ সংযুক্তি-০৩) । তিনি আরও বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জেলা কার্যালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারে তেজগাঁও এলাকার ০৫টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ওয়ারী এলাকার আরও ০৫টি কারখানা এই মাসের মধ্যে পরিদর্শন করা হবে। বিবেচ্য মাসে মৌলভীবাজার এবং রংপুরে ০২টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে। কেরানীগঞ্জের শিশুশ্রম নিরসনের অগ্রগতি বিষয়ে উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা) জানান যে, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন এবং অত্র অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এছারাও কেরানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে একটি অংশীজনের সভা আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমের পাশাপশি বিধিমোতাবেক নিয়মিত পরিদর্শন চলমান আছে। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জানান যে, আগামী ডিসেম্বর/২০২১ মাসে শিশুশ্রম নিরসনে প্রণীত ০১ (এক) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে বিধায় ২০২২ সালের জন্য আরেকটি নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। শিশশ্রম নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্পের DPP প্রণয়নের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) জনাব মোঃ কামরুল হাসান জানান, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে যে প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি করার নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের জন্য প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখাকে লিখিতিভাবে জানানো হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ করা হলে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মহাপরিদর্শক বলেন, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য প্রণয়নকৃত এক বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কষ্টসাধ্য হলেও উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)-কে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিদর্শক নিজে কেরানীগঞ্জ উপজেলার শিশশ্রম পরিস্থিতি ও শিশুশ্রম নিরসনে ঢাকা কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বলে সভাকে জানান। মহাপরিদর্শক আরও বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার কার্যক্রমটি ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	(ক) প্রতি মাসে কতজন শিশু শ্রম নিরসন হয়েছে তা প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (খ) প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প সেল কর্তৃক শিশুশ্রম পুনর্বাসন বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত দ্রুত খসড়া DPP প্রণয়ন করতে হবে। এলক্ষ্যে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা দ্রুত পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (গ) কেরানীগঞ্জের শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে তৈরি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের স্টাফ মিটিং এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা, ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) শিশুশ্রম নিরসনে নতুন কর্মপরিকল্পনা (২০২২ সালের জন্য) প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)

চলমান পাতা- ০৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৭।	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ এপিএ চুক্তি মোতাবেক, দপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সন্তোষজনক (অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত)। লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে প্রধান কার্যালয়ের এপিএ টিম কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের সকল সূচকে অবশ্যই সকল জেলা কার্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং পরবর্তী সকল সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) ২০২১-২২অর্থবছরের APA চুক্তি অনুযায়ী সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) APA সংক্রান্ত মাসিক রির্পোট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। (গ) **২০২১-২২ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা আগামী ৩১ মে, ২০২২ এর মধ্যে ১০০% অর্জন করতে হবে।** (ঘ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে তা প্রধান কার্যালয়কে জানাতে হবে। (ঙ) প্রধান কার্যালয়ের APA টিমকে প্রতিমাসে সভা করতে হবে।	১) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। APA ফোকাল কর্মকর্তা ও APA টিম
৮।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সকল উপমহাপরিদর্শকগণ সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে রিসোর্স পার্সনকে আমন্ত্রণ জানালে প্রশিক্ষণটি আরো সাফল্যমন্ডিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে চাকরির বিধানাবলী ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" এবং "বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫"-এর বিভিন্ন অধ্যায় প্রশিক্ষণের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	(ক) APA সহ শুদ্ধাচার এবং ইনোভেশন কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পাদন করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে। (খ) অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" এবং "বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫"-এর বিভিন্ন অধ্যায় প্রশিক্ষণের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। (গ) অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে প্রধান কার্যালয়ের রিসোর্স পার্সনদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। প্রশিক্ষণ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫। **SDG বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**
৯।	বাজেট বরাদ্দ	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অনুকূলে বাজেট যথাযথভাবে **PPA-২০০৬** এবং **PPR-২০০৮** অনুসরণপূর্বক খরচ করার বিষয়ে মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট সরকারি অনুশাসন মোতাবেক খরচ করতে হবে। **২। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম এ বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত**	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ০৬

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			প্রতিবেদন মনিটরিং টিম উপস্থাপন করবেন।	(সকল জেলা)
১০।	RMG কারখানার সংস্কার	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) সভাকে জানান যে, সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানার সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণের জন্য সকল জেলা কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এসংক্রান্ত রিপোর্ট দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, RCC-এর কার্যক্রমে সহায়তার জন্য আইএলও'র IA প্রজেক্টের মাধ্যমে ০৭ জন প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	(ক) টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করে সরেজমিন পরিদর্শনসহ তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে। (খ) সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানার সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করবেন। (গ) শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (ঘ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম বিধিমতে ১০০% বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানার লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে। (ঙ) আইএলও'র IA প্রজেক্টের মাধ্যমে নিয়োগকৃত ০৭ জন প্রকৌশলীর কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) তদারক করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ
১১।	রেড কারখানা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রেড কারখানা/বিল্ডিং ছাড়াও এম্বার ক্যাটাগরির কোন ভবনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু থাকলে বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ বৃদ্ধি করতে হবে। ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(ক) রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। এবিষয়ে প্রতি মাসে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২।উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৭

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			(গ) ঝুকিপূর্ণ কারখানাসমূহে বিপদজনক/ঝুকিপূর্ণ সাইন বা অন্যান্য প্রচলিত সাইন প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ সিটি কর্পোরেশন/প্রযোজ্য সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করবেন।	
১২	ইনোভেশন কার্যক্রম	ইনোভেশন টিমের সদস্য শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জনাব প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া সভাকে অবহিত করেন যে: (ক) OSH মডিউল আপডেট সংক্রান্ত ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমটি প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন করে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে স্যান্ডবক্সে দেওয়া হয়েছে এবং লিমা টিম কর্তৃক ফিডব্যাক প্রদান করা হলে LIVE-এ দেওয়া হবে এবং জিআইজেড ২৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবে। (খ) সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত অনলাইন লাইসেন্সিং (FD মডিউল) কার্যক্রমটি প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন করে ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে স্যান্ডবক্সে দেওয়া হয়েছে এবং লিমা টিম কর্তৃক ফিডব্যাক প্রদান করা হলে LIVE-এ দেওয়া হবে এবং জিআইজেড ২৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবে। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা কার্যালয়কে অন্তত ০১ (এক) টি করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ (ইনোভেশন আইডিয়া) গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) পরবর্তি সভায় বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। (খ) সকল জেলা কার্যালয় নিজ নিজ অফিসে অন্তত একটি করে ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (গ) প্রতিটি কার্যালয় তাদের গৃহীত ইনোভেশন আইডিয়ার তালিকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তি সভার পূর্বে প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের নিকট দাখিল করবেন। (ঘ) প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম প্রতিমাসে ০১ টি করে সভা করবেন এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম
১৩	ই-ফাইলিং	অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৪	নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ	উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে নিজস্ব প্রধান কার্যালয় আগাঁরগাও স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের জন্য আগারগায়ে ১০ (দশ) কাঠা জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যায়।	(ক) সকল নতুন ভবন অধিদপ্তরের নিজ নামে অধিগ্রহণ করতে হবে। (খ) আগারগাঁও, ঢাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৫	অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন	আইএলও কনভেনশন-৮১ মোতাবেক, সভায় উপস্থিত সকল সদস্য অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** করা যায় মর্মে একমত পোষণ করেন।	অধিদপ্তরের পরিবর্তিত নাম হিসাবে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** নামটি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

চলমান পাতা- ০৮

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১৬	SDG	SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, SDG বাস্তবায়ন বিষয়ক খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং দ্রুত মহাপরিদর্শক কর্তৃক খসড়া কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। অদ্যাবধি ০৩টি জেলায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং এই মাসের মধ্যে আরও ০২টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হবে। ক্রমানুসারে বাকি সকল জেলা কার্যালয় উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হবে।	SDG বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট টিমের কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩) উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪) SDG বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা
১৭	দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন যে, কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক নিহত হলে আইন ও বিধি মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই দায়ীদের দোষ-ত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে বলা হয়। নিহত ও আহত সকল তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ তাঁদের মতামত উল্লেখ করবেন। সকল দুর্ঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে দ্রুত সম্ভব অবহিত করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে অনুরোধ করা হয়।	(ক) কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক আহত-নিহত হলে আইন ও বিধিমতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিক ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যদি দোষ-ত্রুটি/অবহেলা থাকে তা উল্লেখ করতে হবে। (গ) শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে। (ঘ) দূর্ঘটনা প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কার্যালয়কে অবগত করতে হবে। (ঙ) পেশাগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (চ) আইন ও বিধি মোতাবেক দূর্ঘটনায় নিহত/আহত শ্রমিক বা শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। (ছ) দূর্ঘটনা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতন করতে হবে এবং পাশাপাশি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৯

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১৮	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে খরচ করতে অনুরোধ করেন। উপমহাপরিদর্শকগণ স্ব-স্ব কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত মোটরসাইকেল/স্কুটি সচল রাখবেন এবং যানবাহনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও কোন মটর সাইকেল/স্কুটি অব্যহৃত রাখা যাবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	সরকারি অর্থ, পিপিএ এবং পিপিআর ও আর্থিক নিয়মাচার অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার সাথে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৯	শ্রম অসন্তোষ	সকল উপমহাপরিদর্শকগণ তাঁদের নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে সাথে সাথে মালিক/শ্রমিকসহ পুরো টিম বসে তা নিরসন করতে হবে। প্রয়োজনে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	(ক) সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবেন এবং প্রতিমাসে রির্পোট প্রদান করবেন। (খ) শ্রম অসন্তোষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি মহাপরিদর্শক/প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। (গ) প্রয়োজনে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২০	পরিদর্শন সংক্রান্ত	মহাপরিদর্শক, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। কোন কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রাখা যাবে; এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২১	অভিযোগ নিষ্পত্তি	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান যে, অত্র অধিদপ্তরের ২০২১-২২ (নভেম্বর মাসের) অর্থবছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৮৬% **(জেলাভিত্তিক অগ্রগতি: সংযুক্তি-০৩)**। প্রতি মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন ২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	(ক) অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। (গ) পরবর্তি সভায় জেলাভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২২	শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২য় কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, ২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায়	(ক) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২৩ জেলার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। (খ) ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত সকল সূচকে শতভাগ অর্জন	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ১০

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সকল সূচকে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত সকল সূচকে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	নিশ্চিত করতে হবে।	
২৩	কোভিড-১৯	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন ও পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য প্রটোকলসহ সকল স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৪	১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক নিম্নোক্ত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন: অক্টোবর ২০২১ এর মধ্যেই ০৫টি জেলায় (সিলেট, কিশোরগঞ্জ, যশোর, পাবনা, দিনাজপুর) জেলা প্রশাসক বরাবর অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ১টি জেলায় গণপূর্তের আওতাধীন জমিটি অধিগ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মুন্সীগঞ্জ জেলায় অধিগ্রহণের জমি চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	(ক) দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমিগুলোর অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। (খ) পরবর্তি সভায় প্রকল্প পরিচালক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রস্কল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প
২৫	"NOSH TRI" স্থাপন প্রকল্প	"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOSHTRI)" স্থাপন প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, উল্লিখিত প্রকল্পের RDPP প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, NOSHTRI প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।	পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, "NOSHTRI" স্থাপন প্রকল্প
২৬	"নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরূপন" প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, ইতোমধ্যে ঢাকায়-০২টি, গাজীপুরে-০২টি, নারায়ণগঞ্জে-০২টি, চট্টগ্রামে-০২ এবং বগুড়ায়-০১টি (সর্বমোট ০৯টি) সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলো নিয়মিত তদারক করা হচ্ছে এবং এবং জেলাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করেন **(জেলাভিত্তিক তথ্য সংযুক্ত)** ।	প্রকল্পের আওতায় এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলো নিয়মিত তদারক করতে হবে এবং জেলাভিত্তিক তথ্য পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। প্রকল্প পরিচালক ও "নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরূপন" প্রকল্প

চলমান পাতা- ১১

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
২৭	আউটসোর্সিং লাইসেন্স নবায়ন প্রতিবেদন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, প্রধানের কার্যালয় হতে আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয় হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং প্রতিবেদনে কোন মন্তব্য থাকে না। এর ফলে সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে এবং বিলম্ব হয়। আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে এসংক্রান্ত প্রতিবেদন দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সকল উপমহপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৮	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকৃত অর্থ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, নিয়মিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।	নিয়মিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৯	প্রতিটি কারখানার জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, জেলা কার্যালয়গুলোতে প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করার জন্য বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি কার্যালয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করেন মর্মে অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।	সকল জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। মনিটরিং টিম
৩০	প্রতিটি কারখানার পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম আরও কার্যকর করার নিমিত্ত প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন রেজিস্টার জেলা কার্যালয়গুলোতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং কার্যক্রমটি চলমান থাকবে।	সকল জেলা কার্যালয় প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩১	ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন	ইপিজেড এবং এসইপিজেড-এর কারখানাসমূহ বিধি মোতাবেক পরিদর্শন করার জন্য মহাপরিদর্শক মহোদয় সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ইপিজেড এবং এসইপিজেড-এর কারখানাসমূহ বিধি মোতাবেক পরিদর্শন করতে হবে এবং জেলা ভিত্তিক পরিদর্শনের তথ্য পরবর্তি সভার পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩২	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন যে, টাস্কফোর্সের নথিগুলো সরাসরি RCC-এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো। কিন্তু গত জুন মাসের পরে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অত্র দপ্তরের ০৯ (নয়) জন প্রকৌশলী বুঝে নিয়েছেন। দ্রুত একটি সভা আয়োজন করে টাস্কফোর্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মহাপরিদর্শক মহোদয়কে সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হবে।	(ক) বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে (ফায়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল, স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্সের-এর অধীনে জেলাভিত্তিক কারখানার সংখ্যা এবং তন্মধ্যে কতটি কারখানার কার্যক্রম অনিষ্পন্ন রয়েছে, তা অনতিবিলম্বে মহাপরিদর্শক মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। উপমহাপরিশক (সেফটি) ০৩। টাস্কফোর্সে নিয়োজিত প্রকৌশলী (সকল)

চলমান পাতা- ১২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			(খ) টাস্কফোর্সের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অত্র দপ্তরের ০৯ (নয়) জন প্রকৌশলী পরবর্তি সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং টাস্কফোর্সের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করবেন।	
৩৩	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	জেলা কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে গঠিত মনিটরিং টিম-এর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মহাপরিপরিদর্শক বলেন যে, গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি টিম জেলাভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। মনিটরিং টিমগুলো এ কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করবেন।	(ক) গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মনিটরিং-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
৩৪	পরিদর্শকগণের পোশাক সংক্রান্ত	উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) বলেন যে, ইতোপূর্বে অত্র দপ্তরের পরিদর্শকদের পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত পোশাক ছিল যা অনুমোদিত না হওয়ায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিদপ্তরের নির্ধারিত পোশাক অনুমোদিত হলে পরিদর্শন কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	অধিদপ্তরের ইউনিফরম/ পোশাক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি দ্রুত সময়ের মধ্যে মহাপরিদর্শক মহোদয়কে অবগত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
৩৫	সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখবেন। সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব শাহিনুর রহমান জানান যে, সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অদ্যাবধি **৭১৬ টি** (লক্ষ্যমাত্রা: ৫,১৫০ টি) কারখানা/প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে **(জেলাভিত্তিক অগ্রগতি সংযুক্ত করা হলো)**। তিনি আরও জানান যে, গঠিত পরিদর্শন টিমের সকল সদস্যদের মোট ০৭ (সাত) টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০২ (দুই) টি প্রশিক্ষণ আগামী ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	(ক) সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	১।অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয় ও এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৩। মোঃ শাহিনুর রহমান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৩৬	মামলা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত	মহাপরিদর্শক অত্র অধিদপ্তরের চলমান বিভাগীয় মামলা ও রীট মামলার বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন এবং বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য বলা হয়।	এ অধিদপ্তরের চলমান বিভাগীয় মামলা ও রীট মামলাসমূহের তথ্য-উপাত্ত পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মোঃ মাসুম বিল্লাহ, আইন কর্মকর্তা ২। ইফফাত আরা, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)

চলমান পাতা- ১৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৩৭	অডিট আপত্তি	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব ওহীদুর রহমান জানান যে, বর্তমানে চলমান অডিট আপত্তির সংখ্যা ২৮ টি। ১১ টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকি ১৭ টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব দ্রুত প্রেরণ করা হবে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অত্র অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে। (খ) অডীত আপত্তি নিষ্পত্তির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রসাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ওহীদুর রহমান, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৩৮	বিবিধ	উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) জানান যে, বর্তমানে অত্র অধিদপ্তরের ১৩ টি জেলায় নিজস্ব ভবন নির্মানের কার্যক্রম চলমান আছে এবং ভবিষ্যতে নতুন জেলা কার্যালয়ে নিজস্ব ভবন নির্মিত হবে। নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় জমি পাওয়া অনেকটাই অপ্রতুল। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় এখন হতেই সুবিধাজনক জায়গায় জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উপমহাপরিদর্শক (ফরিদপুর) জানান যে, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, পিএসসি, অডিট অফিসসহ অন্যান্য অনেক অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের নাম সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ নেই। এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভার প্রতি অনুরোধ জানান।	(ক) যেসকল অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে এ অধিদপ্তরের নাম সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা নেই সেসকল অধিদপ্তরে নাম সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২। RCC, CAP প্রকল্প, ILO, NAP এবং EU Road Map বাস্তবায়নে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	১।অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয় ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

২। সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০/০২/২০২২

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
chiefdife@gmail.com

চলমান পাতা- ১৪